রমিজ নীতির সপ্তম বৈশিষ্ট্য

ষড়রিপু দমনঃ

মহাগুরু রমিজ ভক্তদের আত্মার স্বভাব মুক্তির জন্য সকল ভক্তের সর্ববিধ পাপ ও সর্বস্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি কৃপা করে নিজে সকল ভক্তের পাপ গ্রহণ করতঃ ভক্তদের পাপ লাঘব করেছেন।

পরম ভক্তদের সাথে তিনি এমনভাবে মিশে গেছেন যেন ভক্তের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা সকলই তাঁর মধ্যে লয় হয়ে গেছে। ভক্তের পাপ মানে তাঁর নিজের পাপ। সকলের সর্বপাপ গ্রহণ করে তিনি মহাপাপী সেজেছেন।

তাই মহাগুরু রমিজ ভক্ত হতে আগত রিপু নাশকল্পে এবং ভক্তদের দেহের ভিতর রিপু যেন পুনরায় আশ্রয় না নিতে পারে সেজন্যে আজীবন অবিরাম রিপু বা পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সংগ্রাম হয়েছে তাঁর মনের বিরুদ্ধে তাঁরই বিবেকের। কারণ, মনই দেহের সকল রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের পরিচালক।

তিনি তাঁর বিবেককে এমনভাবে গঠন করেছিলেন যেন, তা কোন সময়ই মনকে রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির অধীনে যেতে না দিতে হয়। তিনি তাঁর সকল ভক্তকে এমনভাবে গড়ে ছিলেন যেন তাদের মন কোন সময়ই রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতি আসক্ত না হয়।

নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করতে হলে অবশ্যই আমাদের দেহ, মন, জ্ঞান ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বিষয় ও রিপুর প্রতি অনাসক্ত রাখতে হবে।

রমিজ তাঁর রচিত মরমীয়া সঙ্গীত ও আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে সর্বদাই পাপাচার, অনাচার, অত্যাচার, অবিচার এবং সর্বপ্রকার আসক্তি হতে বিরত থাকার কথা বলেছেন।

মানুষ সদ্‌গুরুর (চেতনগুরুর) সঙ্গ করে কেবলমাত্র আত্মার ভুল সংশোধনের জন্য। আর আত্মার ভুল সংশোধনই হচ্ছে সর্ব প্রকার পাপাচার হতে মুক্তি লাভ করা। ইহাই মূলতঃ *আত্মার স্বভাব মুক্তি বা আত্মার মুক্তি লাভ* করা।

মহাগুরু রমিজের মতে মানবাত্মা নিষ্কলুষ হলে ইহা পরম আত্মায় পরিণত হয় এবং এ অবস্থায় তাঁর মধ্যে পরমত্ব সৃষ্টি হয়। স্রষ্টা নিজেই পরম আত্মা। মানবের পরম আত্মা হলো স্রষ্টার জাত। তাই, মানবের পরম আত্মা স্রষ্টার পরম আত্মার সাথে নিবিড়ভাবে মিলিত হয়। আর এ মিলন হলো পরমে পরমে মহামিলন।আধ্যাত্মিকভাবে ইহাকে মারেফতের উচ্চস্তর বলা হয়।

গুরু রমিজের মতে এ অবস্থায় উক্ত মুক্ত আত্মা (পরমআত্মা) মৃত্যুর পর আর পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আসতে হয়না। এ *মুক্ত আত্মার মধ্যে আত্মবোধ, আত্মচেতনা, আত্মজাগরণ আত্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়*। ক্রমে ক্রমে উক্ত আত্মা জন্মরোধ ও কর্মরোধের স্তরে এসে যায়।

এ প্রসঙ্গে মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"যার হয়েছে আত্মবোধ, তার হইল কর্মরোধ
হইল সে খোদে খোদ, যখন যার ইচ্ছায় করে"

বাণী-১৩ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)